সংবাদ

তারিখ ... 09 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সাবেক উপাচার্য জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রয়োজনীয় অনুমোদন না নিয়ে ২৭৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অবৈধভাবে নিয়োগ প্রদানসহ ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল জলিল মিয়াসহ ৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার চার্জশিট দাখিল করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। গতকাল বিকেলে এ অনুমোদন প্রদান করা হয় বলে দুদকের রংপুরের উপপরিচালক মোজাহার আলী পুরো বিষয়টি এ প্রতিনিধিকে নিশ্চিত করে জানান কমিশন তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করার অনুমোদন প্রদানে করায় আদেশপ্রাপ্তির পর পরই আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হবে।

দুদক রংপুরের একজন কর্মকর্তা জানান, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সব নিয়মনীতি অমান্য করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির অনুমোদন না নিয়ে ২৭৩ জন

রোকেয়া : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

রোকেয়া : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তা কর্মচারীকে নিয়োগ দান করেন সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল জলিল মিয়া। শুধু তাই নয় ওইসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের কোন বাজেট বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন খাত থেকে প্রায় ৯০ লাখ টাকা পরিশোধ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ নিয়োগ লাভের অভিযোগে দুদক এর আগে উপাচার্যকে প্রধান আসামি করে একটি মামলা করে। তদন্ত শেষে দুদক ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদনের আবেদন করে। আজ কমিশন তাদের চার্জশিট অনুমোদন প্রদান করেছেন। যে ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা চার্জশিট অনুমোদন দেয়া হয়েছে তারা হলেন– সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল জলিল মিয়া, সাবেক রেজিস্টার বর্তমানে সহকারী রেজিস্টার হিসেবে কর্মরত শাহজাহান আলী মন্ডল, উপপরিচালক গোলাম ফিরোজ, সহকারী পরিচালক হিসাব খন্দকার আশরাফুল আলম ও সহকারী রেজিস্টার মোরশেদুল ইসলাম রনি। এ ব্যাপারে রংপুর দুদকের উপপরিচালক মোজাহার আলী জানান নব্যপ্রতিষ্ঠিত রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন অনুমোদন না নিয়ে ২৭৩ কর্মকর্তা কর্মচারীকে অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। এত বিপুলসংখ্যক ব্যক্তিকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়ার আগে প্রয়োজনীয় অগ্রানোগ্রাম অনুমোদন করে নেয়া হয়নি। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আর্থিক সুবিধা নেয়া হয়েছে। তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে দুদক আইনে মামলা করা হয়। তদন্ত শেষে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় চার্জশিট দাখিল করার জন্য কমিশনের অনুমোদন চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল গতকাল কমিশন তা মঞ্জুর করায় ২-৪ দিনের মধ্যেই আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হবে বলে জানান তিনি।